মাঠে - ময়দানে

১৫ সেপ্টেম্বর মোহনবাগানের নির্বাচন বাধ্যতামূলক জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বল হাতে উইকেট নিলেও ব্যাট হাতে একবারেই ব্যর্থ শচীন পুত্র। নয় নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে শূন্য হাতে ফেরেন তিনি।

চিত্তরঞ্জনে অনুষ্ঠিত ইন্টার ডিভিশনাল বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন সিএলডব্লু'র জিএম হরিদ্র রাও।

লাল-হলুদের উন্নতি আমাদের লক্ষ্য : অজিত আইজ্যাক

স্টাফ রিপোর্টার: এবছর ৯৮ বছরে পা রাখবে। তার আগে ক্লাবে নতুন স্পনসর। শতবার্ষিকীর আগে দেশের আধুনিক লিগে পা রাখবে ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল খেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। তবে শুধু তো আইএসএল নয়, ইস্টবেঙ্গল মানে অনেকটা আবেগও।

নতুন স্পনসররা কতটা বুঝবেন সেসব? তৈরি হয়েছে নতুন সংস্থা। নাম কোয়েস ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড। ম্যানেজার অজিত আইজ্যাক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ইস্টবেঙ্গল ও আইএসএল দুটো নিয়েই তাঁদের প্রত্যাশা অনেক। শুরুর দিকে উন্মাদনা ছিল। কিন্তু এখন বিনিয়োগের জন্য আইএসএল কি সঠিক, সেটাই প্রশ্ন। আইজ্যাক জানালেন, বিজনেস সার্ভিস প্রোভাইডার হিসাবে ভাল সুনাম করেছে। নিজেদের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য ও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। খেলা এমন এক মাধ্যম, যেখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে সেই মানুষদের পেতে পারি। এই ফুটবলে বিনিয়োগের কথা ভাবছিলাম। এরকম সময় ইস্টবেঙ্গল আমাদের কাছে আসে। মিলে যায়। লাল-হলুদের সমর্থকদের চাপ সামলানোটা স্পনসরদের কাছেও একটা বড় ব্যাপার। প্রত্যেক সিদ্ধান্তের দিকে নজর রাখে ফ্যানরা। কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের ম্যানেজার আইজ্যাক জানালেন, সমর্থকরা ক্লাবের প্রধান সম্পদ। ফ্যানদের সঙ্গে ভাল কানেকশন করে ক্লাবের পরিবেশ ভাল রাখতে হবে। যে কোনও লিগে জয় পাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেই আছে। যদি আইএসএল হয় তো ভাল। না হলেও একটা ভাল ক্লাব তৈরি করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। স্পনসর আসা পর্যন্ত এখনও ক্লাবে বড় নাম জনি অ্যাকোস্তা। কোস্টারিকার

ফুটবলার। আইজ্যাক বলেন, সমর্থকদের জন্য দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। টিমের মার্কি টিমের আইডেন্টিটি। দ্বিতীয় বিষয় ধারাবাহিক জয়ের অভ্যাস। ক্লাবের উন্নতির জন্য আমরা সবরকমের চেষ্টা করব। সমর্থকদের জন্য ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন ফুটবলার ক্লাবে আসবে। মোহনবাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইএসএল হোক বা আই লিগ, সে তো থাকবেই। নতুন স্পনসর হয়ে আসার পর সেই দায়িত্বও সামলাতে হবে। আইজ্যাক বলেন, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মানেই বড় ম্যাচ। যে কোনও ফরম্যাটে, যে কোনও সময় এই ম্যাচের গুরুত্ব আলাদা। নিরপেক্ষভাবে চাই দুটো টিমই আইএসএলে খেলুক। যদি হয়, খুবই ভাল হবে।

আইএফএ শিল্ড ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল : ১ (দীপ সাহা) টাইব্রেকার -৪
মোহনবাগান : ১ (সৌরভ দাস) টাইব্রেকার -২

স্টাফ রিপোর্টার: বারাসত স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়ল ইস্টবেঙ্গল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারিয়ে ৬ বছর পর আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলল লাল-হলুদ শিবির।

টাইব্রেকারে স্নায়ুর চাপ সামলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। নিয়মিত গোলরক্ষক আসাঙ্গা ডায়ামেরির একটি ভুলই কাল হল মোহনবাগানের জন্য। ১ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না মোহনবাগানের। ম্যাচের আগে অনেকেই মোহনবাগানের থেকে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে রাখছিলেন। কারণ শিল্ডের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে ছিল ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের শেষ চার ম্যাচে ১৭টি গোল করেছিল লাল-হলুদ শিবির। গোল হজম করতে হয়েছিল মাত্র ২টি। মোহনবাগানও অবশ্য ভাল ফুটবল খেলেই ফাইনালে উঠেছিল। তবে, ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় ফর্মের বিচারে কিছুটা হলেও পিছিয়ে ছিল সবুজ-মেরুন শিবির। শুধু ফর্মের বিচারে নয় সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানেও মোহনবাগানের থেকে এগিয়েই ছিল লাল-হলুদ শিবির। কারণ জুনিয়র আই লিগে দু'দলের শেষ ১২টি সাক্ষাৎকারের মধ্যে ৫টিতে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান জিতেছিল মাত্র ৩টিতে, ড্র হয়েছিল ৪টি। অর্থাৎ ফর্ম পরিসংখ্যান সবকিছুই সঙ্গে ছিল লাল-হলুদের। প্রত্যাশামতো খেলা না দেখাতে পারলেও এদিন যোগ্য দল হিসাবেই জয় তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল।

চাপের মুখে মোহনবাগানের গোলরক্ষক ডায়ামেরি ভুল না করে ফেললে নির্ধারিত সময়েই ম্যাচ জিতে নিতে পারত মোহনবাগান। কারণ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুর্দান্ত গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছিল সৌরভ দাস। ডান দিক থেকে আসা একটি থ্রো-ইন দুর্দান্ত দক্ষতায় গোল করেন মোহনবাগানের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার সৌরভ। এরপর কিছুটা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলা শুরু ইস্টবেঙ্গল। একটা সময় মনে হচ্ছিল রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেই শিল্ড পকেটে পুরে নেবে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি। কিন্তু ম্যাচের ৮৪ মিনিটে একটি বিশ্রী ভুল করে বসেন মোহনবাগান গোলকিপার ডায়ামেরি। দীপ সাহার দুর্বল লং রেঞ্জ শট সেভ করতে পারলেন না ডায়ামেরি। তাঁর ভুলের জেরেই সমতা ফেরাল ইস্টবেঙ্গল। নির্ধারিত সময়ে আর কোনও গোল হয়নি। অতিরিক্ত সময়েও গোল করতে পারেনি কোনও দল। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টিতে গড়ায় খেলা। পেনাল্টি শুট আউটে গোল মিস করেন দুজন সবুজ-মেরুন ফুটবলার। স্নায়ুর চাপ সামলে ৪-২ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ইস্টবেঙ্গল। জয়ের ফলে ২০১২ সালের পর ফের আইএফএ শিল্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতের পতাকা থেকে উধাও অশোকচক্র

লন্ডন, ১৯ জুলাই: শনিবার লন্ডন শুরু হতে চলেছে ২০১৮ এফআইএইচ মহিলা হকি বিশ্বকাপ। কিন্তু তার আগে একটা ভয়ঙ্কর ভুল করে বসল বিশ্ব হকির নিয়ামক সংস্থা। ক্যাপ্টেনদের নিয়ে টেমস নদীর পাড়ে প্রি-টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে ধরা পড়ল এই ভয়ঙ্কর ভুল। ১৬টি দেশের পতাকা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মডেল। সেখানে দাঁড়িয়েই পোজ দিলেন ক্যাপ্টেনরা। ভারত অধিনায়ক রানি রামপালও ছিলেন সেখানে। তাঁকে দাঁড়াতে হল সেই অশোকচক্রহীন ভারতীয় পতাকার সামনেই।

মোহনবাগানের সাহায্য ছাড়া আইএসএল খেলতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল: বাবুন ব্যানার্জি

স্টাফ রিপোর্টার: নতুন স্পনসরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর থেকেই শোনা যাচ্ছে, এবার আইএসএল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে ইস্টবেঙ্গল। হয় এই মরশুমে, না হলে পরেরবার। সপ্তাহ দুয়েক আগে লাল-হলুদ ব্রিডেগের হাত ধরেছে কোয়েস। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজিত আইজ্যাক বলেছিলেন, আশা করি, ক্লাবের খেলায় আরও গতি আসবে। পাশাপাশি আইএসএলেও যোগদান করা যায়, সেদিকেও নজর রাখব আমরা। দলের পরিকাঠামো, অনুশীলন ক্ষমতা এবং নতুন ফুটবলার তোলার ক্ষেত্রে আরও নজর দেওয়া হবে। ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ আধিকারিক দেবব্রত সরকারও সেই ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন।

তিনি বলেন, যদি আইএসএল টুর্নামেন্টে ফের নিলাম হয়, সেক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল সেই নিলামে অংশগ্রহণ করবে। তবে এখনও ইস্টবেঙ্গল আইএসএল খেলবে কি না, সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। তবে মোহনবাগানের ফুটবল সচিব বাবুন (স্বপন) ব্যানার্জি বলেন, মোহনবাগানের সাহায্য ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল খেলা সম্ভব নয়। আমরা সাহায্যের হাত বাড়ালেই ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে আইএসএলে খেলা সম্ভব হবে। খেলতে হলে দুটো দলই আইএসএল খেলবে, না হলে নয়। তবে বাবুন ব্যানার্জির এই মন্তব্যের পাল্টা হিসাবে দেবব্রত সরকার বলেন, এই মন্তব্য নিয়ে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। এমন মন্তব্যে উত্তর না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। শোনা যাচ্ছে, মোহনবাগানও স্পনসরের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। একজন নাকি ১৫ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। আগামী ২৯ জুলাই বাগানের নতুন স্পনসরের নাম ঘোষণা করা হবে।

বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া রানি রামপাল

লন্ডন, ১৯ জুলাই: ২১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া মহিলা বিশ্বকাপের প্রথম দিনই অভিযান শুরু করছে ভারত। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনে তাঁদের প্রতিপক্ষ আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। ২১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্ট চলবে ৫ আগস্ট পর্যন্ত। বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ রানি রামপাল। বিশ্বকাপের আগে ভাল ছন্দেই রয়েছে ভারতের মহিলা হকি দল। বিশ্বকাপের নামার আগে স্পেনে গিয়েও প্রস্তুতি ম্যাচে ভাল পারফর্ম করেছে ভারতে মহিলা হকি দল। বিশ্বকাপে চারটি গ্রুপের মধ্যে বিঁতে জায়গা পেয়েছে ভারত। ভারত এবং আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড ছাড়া এই পুলে রয়েছে আমেরিকা এবং আয়ারল্যান্ড। প্রতিটি গ্রুপের প্রথমস্থানে যে দল শেষ করবে সেই দল পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। যেখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়স্থানে থাকা দুই দলকে খেলতে হবে পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য। গ্রুপের অন্তিমস্থানে শেষ করা দল বিদায় নেবে টুর্নামেন্ট থেকে। গ্রুপ বি'র এই চারটি দল ছাড়াও বাকি তিনটি গ্রুপ মিলিয়ে এই বিশ্বকাপে রয়েছে আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, চিন, জার্মানি, ইতালি, জাপান, কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্পেন। মহিলা হকি বিশ্বকাপে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স এসেছিল ১৯৭৪ সালে প্রথম মহিলা হকি বিশ্বকাপেই। সেই বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ মেডেলের ম্যাচে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে হেরে যায় ভারত। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বিশ্বকাপে ভারতের দলে সুযোগ পাওয়া ১৮ জনের মধ্যে ১৬ জনই বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম অংশ নিতে চলেছে। একমাত্র দলের অধিনায়ক রানি রামপাল এবং দলের অন্যতম অভিজ্ঞ প্লেয়ার দীপিকা আগে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল।

তবে, তরুণ দল হলেও টিম ইন্ডিয়া আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ড থেকে পদক নিয়ে ফেরার বিষয়ে। এই টুর্নামেন্টের সব থেকে ধারাবাহিক দল নেদারল্যান্ডস। মোট সাতবার বিশ্বকাপ জিতেছে তারা।

বিশ্বকাপে ভারতের খেলার সূচি :
২১ জুলাই : ভারত বনাম ইংল্যান্ড
২৬ জুলাই : ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড
২৯ জুলাই ভারত বনাম আমেরিকা

এবার মিশন কাতার বিশ্বকাপ

কাতার, ১৯ জুলাই : সদ্য শেষ হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ফুটবল বিশ্বকাপ। রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফ্রান্স। চার বছর পর অর্থাৎ ২০২২ সালে বিশ্বকাপের পরবর্তী আসরটি বসবে এশিয়ার দেশ কাতারে। উদ্বোধনের দিনক্ষণ নিয়ে শুরুতে কিছুটা ধোঁয়াশা থাকলেও ইতিমধ্যে ফিফা সেটা চূড়ান্ত করে দিয়েছে। ঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী কাতার বিশ্বকাপ শুরু হবে ২১ নভেম্বর, চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে বিশ্বকাপের আসরগুলো হলেও কাতারের আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে ফিফা শীতকালে বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ গ্রীষ্মকালে দেশটির তাপমাত্রা সাধারণত ৪০ ডিগ্রির মধ্যে থাকে। আর শীতকালে সেটা নেমে আসে ২৫ ডিগ্রির মধ্যে। কাতারকে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসাবে ঘোষণা করার পরই সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই নিয়ে ফিফার তৎকালীন অফিশিয়ালদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। শোনা যায়, মোটা অর্থের বিনিময়ে কাতারের কাছে তারা হোস্ট বিক্রি করেছে। পাশাপাশি নির্মাণ কাজে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের নানা ক্ষেত্রে অবহেলার নালিশ করে বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। একটি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে তদন্তমূলক প্রতিবেদনেও উঠে আসে বেশ কিছু ভয়াবহ ছবি। তাদের দাবী,'বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে দেশি-বিদেশি অনেক শ্রমিক কাতারে কাজ করছেন। যাদের ঠিকমতো খাবার ও বেতন দেওয়া হচ্ছে না। তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না পেয়ে অনেকে কাজ করছেন। যে কারণে এখনও পর্যন্ত প্রায় চার হাজার শ্রমিক মারা গেছেন।' এদিকে, কাতার বিশ্বকাপের আয়োজক কমিটি বলেছে, শ্রমিকের স্বার্থ বিবেচনা করে কাতার নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যেখানে এইসব বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।' তবে সব সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে সময়ের আগে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে কাতার। ইতিমধ্যে আটটি স্টেডিয়ামকে তারা বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত করে ফেলেছে। যেগুলো সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খেলা যাবে বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। জার্মান আর্কিটেক্ট অ্যালবার্ট স্পিনারের নকশা অনুযায়ী আটটি স্টেডিয়ামের মধ্যে সবথেকে বড় লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম। যার দর্শক ধারণক্ষমতা ৮৬ হাজার ২৫০ জন। এরপর রয়েছে আল-বাইত স্টেডিয়াম, যার ধারণক্ষমতা ৬০ হাজার। বাকি ছটি স্টেডিয়াম অনেকটা একই মাপের। আটটি স্টেডিয়ামের মধ্যে খলিফা ইন্টারন্যাশানাল স্টেডিয়ামের কাজ শেষ। প্রায় ৪৮ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারবে এই ভেন্যুতে। পাঁচটির কাজ এগিয়ে চলছে দ্রুতগতিতে। বাকি দু'টির মধ্যে একটি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অবশ্য আপাতত আটটি স্টেডিয়াম ফিফার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেও এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে ভেন্যুর নির্বাহী পরিচালক ঘানিম আল কুয়ারি জানিয়েছেন, 'প্রথম ভেন্যু হিসাবে খলিফা ইন্টারন্যাশানাল স্টেডিয়ামের কাজ আমরা শেষ করেছি। যার মাধ্যমে ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজনের নতুন একটা দরজা খুলে গেল। বাকি সাতটির কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। আশা করি সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।' প্রথমবারের মতো কোনও উপসাগর রাষ্ট্রে হবে বিশ্বকাপের মতো আসর। এই কথা চিন্তা করে প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্য আনার চেষ্টা করছে আয়োজক দেশটি। গাছ রোপণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সজ্জায় মন দিচ্ছে তারা। বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটির প্রধান হাসান-আল-থাওয়াহাদি আশ্বস্ত করেছেন, 'সবাই মন দিয়ে কাজ করছে। যত দ্রুত সম্ভব এটা শেষ করা যায় তার চেষ্টাই চলছে। আমরা সবাইকে চমকে দিতে চাই। দারুণ একটা আয়োজন ফুটবল বিশ্বকে উপহার দিতে চাই আমরা।' আয়োজক দেশটির পাশে রয়েছে এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনও। এএফসির প্রেসিডেন্ট শেখ সালমান বিন ইব্রাহিম আল-খলিফাও একই সুরে কথা বলেছেন, 'ফুটবল বিশ্ব অনেকদিন ধরে মনে রাখবে কাতার বিশ্বকাপকে। সেই লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে আয়োজকরা।' এখন দেখার রাশিয়া বিশ্বকাপের মতো কাতার বিশ্বকাপ কতটা সফলতা অর্জন করতে পারে।

ইএসপিওয়াইএসের মাইক্রোসফ্ট থিয়েটারে এসে পৌঁছালেন আমেরিকার জিমন্যাস্টিক্স দল এল রায়সমান, জর্ডিন ওয়াইবার, টিফ্যান টমাস লোপেজ এবং সারা ক্রেন।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা